দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃঃ ৪ ... ৬

JAN 24 2002

শিক্ষা সংস্কার কমিটি সমীপে

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে গণবদলি করলেও শিক্ষা প্রশাসনে কোন বদলি করেনি। অথচ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯০ ভাগ শিক্ষকই সরকারি চাকরিবিধি লংঘন পূর্বক শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপ-পরিচালকগনকে ম্যানেজ করে নিজস্ব এলাকায় একই প্রতিষ্ঠানে আজীবন চাকরি করে থাকেন। বেআইনি অস্ত্রধারীদের মতো বেআইনিভাবে কর্মরতরাও সমাজের নানাবিধ ক্ষতি করে থাকে। বর্তমান সরকার যখন কঠোরভাবে চাকরিবিধি বাস্তবায়ন করছে তখন সরকারি চাকরিবিধি লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা খুবই দুঃখজনক। তাই জনস্বার্থে নিম্নলিখিত দাবিগুলো পূরণ করার জন্যে শিক্ষা সংস্কার কমিটির কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি ঃ

১। সরকারি চাকরিবিধি লংঘন করে নিজস্ব এলাকায়/একই প্রতিষ্ঠানে আজীবন চাকরি করার সুযোগ দেয়ার জন্যে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবসহ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান মহাপরিচালক মো. ইউনুস মিয়া, ড. হামিদা বানু, নাইয়ার সুলতানা, ড. আয়েশা খাতুন, ড. এ. টি. এম শরীফউল্যাহসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাক্তন ও বর্তমান উপ-পরিচালকগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। চাকরিবিধি লংঘন করে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি সুদীর্ঘকাল বন্ধ রেখে সহকারী শিক্ষকগণকে "ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক"-এর পদ দিয়ে প্রশাসনিক নৈরাজ্যের জন্যে (১) দফায় বর্ণিতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত শিক্ষককে বাধ্যতামূলক অবসর দিতে হবে।

৫। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য ৮০ ভাগ এবং আত্তীকৃতদের জন্য ২০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা দিতে হবে।

৭। বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো বিলোপ করতে হবে।

৮। স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে।

৯। সহকারী শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয় পরিচালনা এবং "সবেতনে" পদোন্নতি বন্ধ করতে হবে।

১০। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরিবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি দূর করার জন্য উপরোক্ত দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্যে "শিক্ষা সংস্কার কমিটির" সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকরী রানী দে তরফদার
(এম. এ. বি. এড)
গ্রাম-কাউনিয়া, পো.- মশিউরনগর
জেলা-ময়মনসিংহ